**বণিক বার্তা**

অক্টোবর ২৯, ২০১৮

**রফতানি বহুমুখী করার তাগিদ প্রধানমন্ত্রীর**



রফতানিপণ্য বহুমুখী করার তাগিদ দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। গতকাল ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রির (ডিসিসিআই) ৬০তম বর্ষপূর্তি উপলক্ষে আয়োজিত ‘ডেস্টিনেশন বাংলাদেশ’ শীর্ষক আন্তর্জাতিক সম্মেলনে এ তাগিদ দেন তিনি।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, আমাদের বাঙালিদের অভ্যাস— কেউ কোনো একটা জায়গায় সফলতা পেলে, সবাই তাকে অনুসরণ করে সে কাজে নেমে পড়ে। একটা সময় দেখা যায়, ওই কাজের আর মূল্য থাকছে না। সেটা না করে বহুমুখীকরণে মনোযোগ দিতে হবে। আমাদের রফতানিপণ্য বহুমুখী করতে হবে। বিশ্ব চাহিদা মাথায় রেখে নতুন পরিকল্পনা নিয়ে পণ্য উৎপাদন করতে হবে। খবর বাসস।

বেসরকারি খাতে বিনিয়োগের ওপর গুরুত্বারোপ করে শেখ হাসিনা বলেন, শুধু কৃষির ওপর নির্ভর না করে দেশে শিল্পায়ন যাতে হয়, সেদিকে আমরা দৃষ্টি দিয়েছি। খাদ্যের জোগানে কৃষির প্রয়োজন রয়েছে। ১৬ কোটি মানুষের খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, চিকিৎসা ব্যবস্থা নিশ্চিত করার পাশাপাশি দেশকে এগিয়ে নেয়ার কাজও করতে হবে। এ লক্ষ্যে আমরা বেসরকারি খাতকে গুরুত্ব দিয়েছি। কারণ, বেসরকারি খাতই পারে বিনিয়োগের মাধ্যমে দেশের অর্থনীতিকে আরো শক্তিশালী করতে, উন্নত করতে।

শিল্পকে বহুমুখী করার ক্ষেত্রে তার সরকারের উদ্যোগ তুলে ধরে প্রধানমন্ত্রী বলেন, এরই মধ্যে আমরা দেশব্যাপী ১০০ অর্থনৈতিক অঞ্চল করার উদ্যোগ গ্রহণ করেছি। তবে দেখতে হবে কোন অঞ্চলে কোন পণ্যের উৎপাদন বেশি হয় এবং দেশে-বিদেশে এর চাহিদা কেমন। সেটা বিবেচনায় নিয়েই আমাদের শিল্পায়ন করতে হবে, উৎপাদন করতে হবে এবং উৎপাদিত পণ্য বাজারজাত করতে হবে। তাহলেই আমাদের শিল্পের বিকাশ হবে।

অর্থনৈতিকভাবে দেশকে এগিয়ে নিতে যা যা দরকার, তার সরকার তা করে যাচ্ছে বলেও উল্লেখ করেন প্রধানমন্ত্রী। তিনি বলেন, বিনিয়োগের জন্য বহুমুখী পদক্ষেপ নিয়েছি। ব্যবসায়ীদের নানা সমস্যা সমাধানের পাশাপাশি অবকাঠামোগত উন্নয়নের চেষ্টা চলছে। ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসারে সুযোগ করে দেয়া হচ্ছে। দেশের রফতানি আয় বেড়েছে। ভবিষ্যতে আরো বাড়বে।

দেশকে এগিয়ে নিতে ব্যবসায়ীদের আন্তরিকভাবে কাজ করার আহ্বান জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন, বিশ্বের সঙ্গে তাল মিলিয়ে আমাদের এগিয়ে যেতে হবে। সম্ভাবনাগুলো কাজে লাগিয়ে ব্যবসা-বাণিজ্য সম্প্রসারণ করতে হবে। আমি ব্যবসা বুঝি না। আমার কাজ ব্যবসার সুযোগ করে দেয়া, সম্ভাবনাগুলোকে জাগিয়ে দেয়া।

গ্রামের মানুষের আর্থসামাজিক উন্নয়ন যাতে হয়, সেদিকেও সরকার মনোযোগী বলে মন্তব্য করেন প্রধানমন্ত্রী। তিনি বলেন, ব্যবসা-বাণিজ্য গ্রাম পর্যায়ে নিয়ে যাওয়ার পরিকল্পনা নিয়ে আমরা এগোচ্ছি, গ্রামের তৃণমূল মানুষ যেন আর্থিকভাবে সক্ষম হয়। শুধু নিজের দেশ নয়, আঞ্চলিক ও উপ-আঞ্চলিক সহযোগিতার বিষয়টিও মাথায় রেখেছি আমরা।

আগামীতে তার দল পুনর্নির্বাচিত না হলে দেশের উন্নয়নের ক্ষেত্রে অনিশ্চয়তা তৈরি হবে জানিয়ে ব্যবসায়ী নেতাদের উদ্দেশে প্রধানমন্ত্রী বলেন, আমাদের অতীতের তিক্ত অভিজ্ঞতা রয়েছে, আর নির্বাচনও ঘনিয়ে এসেছে। আমি জানি না অন্য কোনো দল ক্ষমতায় এলে কী হবে। আমরা সংসদীয় গণতান্ত্রিক ধারায় আছি। আগামীতে বাংলাদেশের মানুষ যদি ভোট দেয়, তাহলে আমরা আমাদের লক্ষ্যগুলো অর্জনে সক্ষম হব। আর যদি না দেয়, তাহলেও আমাদের সবসময় একটা প্রচেষ্টা থাকবে মানুষের পাশে দাঁড়ানোর। তারপর কী হবে আমি বলতে পারছি না।

অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন বাণিজ্যমন্ত্রী তোফায়েল আহমেদ, অর্থ প্রতিমন্ত্রী এমএ মান্নান এবং ব্যবসায়ীদের শীর্ষ সংগঠন এফবিসিসিআই সভাপতি সফিউল ইসলাম মহিউদ্দিন। ডিসিসিআই সভাপতি আবুল কাশেম খান অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তৃতা দেন। ডিসিসিআইয়ের পক্ষ থেকে প্রধানমন্ত্রীকে ‘ভিশনারি লিডারশিপ’ অ্যাওয়ার্ডেও ভূষিত করা হয়।